তামাক কর
২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট
প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ

সংবাদ সম্মেলন

ভিআইপি লাউঞ্জ, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা

২৩ জুন ২০১৮

আয়োজক:

আয়োজক:

উপস্থিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা

বাংলাদেশ সরকারের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত পণ্যের উপর প্রস্তাবিত কর ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রজ্ঞা ও এন্টি টোব্যাকো মিডিয়া এ্যলায়েন্স-আত্মা'র উদ্যোগে তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহ আয়োজিত আজকের এই বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম।

সুধীবৃন্দ

আমাদের দেশে তামাকজাত পণ্যের ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দেশের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংশ্লিষ্ট এই বিষয়ে তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহ সম্মিলিতভাবে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য ও টেকসই অর্থনীতি সুরক্ষার স্বার্থে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমিয়ে আনতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে সকল তামাকজাত পণ্যের উপর করারোপ সংক্রান্ত কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা এবং সুপারিশ আপনাদের ও অন্যান্য মাধ্যমে সরকারের বরাবরে উপস্থাপন করেছিলাম।

সুপ্রিয় সংবাদিক ভাই ও বোনেরা

কার্যকরভাবে করারোপের মাধ্যমে তামাকের দাম বাড়ালে তামাক ব্যবহার সন্তোষজনকহারে হ্রাস পায়। গবেষণায় দেখা গেছে, করারোপের ফলে তামাকের প্রকৃত মূল্য ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে তামাকের ব্যবহার ৫ শতাংশ হ্রাস পায়, যা জনস্বাস্থ্যের নিরিখে প্রশংসনীয় সূচক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু বাংলাদেশে তামাক কর বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, কার্যকর করারোপের অভাবে এখানে তামাকপণ্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। উল্টো সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশে তামাকের দাম সস্তা থেকে সস্তাতর হয়েছে।

বাংলাদেশে ৪৩ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪ কোটি ১৩ লক্ষ (GATS, ২০০৯) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক সেবন করেন। ২৩.২% ধূমপায়ী এবং ৩১.৭% ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী। ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের হার নারীদের মধ্যে অনেক বেশি। বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে তামাক আসক্তি অত্যন্ত উদ্বেগজনক; ১৩-১৫ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তামাক সেবনের হার ৯.২% (GSHS, ২০১৪)। তামাক ব্যবহারজনিত রোগে দেশে প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার (IHME, ২০১৬) মানুষ অকাল মৃত্যু বরণ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, তামাকখাত থেকে সরকার যে পরিমাণ রাজস্ব পায় তামাক ব্যবহারের কারণে অসুস্থ রোগীর চিকিৎসায় সরকারকে স্বাস্থ্যখাতে তার দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করতে হয়।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে আমরা কী পেলাম?

এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে যা পেলাম সংক্ষেপে তা হলো, কমদামি সিগারেটে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তর বিভাজন তুলে দিয়ে সিগারেটের নিম্ন, মধ্যম এবং উচ্চস্তরে অতি সামান্য মূল্য ও করহার বৃদ্ধি করা হয়েছে, অতি উচ্চস্তরের সিগারেটের (দশ শলাকা ১০১ টাকা) মূল্য ও করহার ৩য় বছরের মতো অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে, জর্দা-গুলের মত মারাত্মক ক্ষতিকর ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের এক্স-ফ্যাক্টরি প্রাইস প্রথা বিলুপ্ত করে খুচরা মূল্যের উপর করারোপ পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছে, যা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ; অন্যদিকে বহুল প্রচলিত ফিল্টারবিহীন বিড়ির মূল্য ও করহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সিগারেটের করকাঠামোয় কোন সংস্কার করা হয়নি, উল্টো বাড়তি জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রস্তাবিত বাজেটে প্রক্রিয়াজাতপূর্বক তামাকপণ্যের রপ্তানি শুল্ক ছাড় দেওয়ার মতো তামাক নিয়ন্ত্রণবিরোধী পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে এবারের তামাককর প্রস্তাবনা চরম জনস্বাস্থ্যবিরোধী এবং কাঠামোগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য আমাদের প্রস্তাব ছিল সিগারেটের কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া সহজতর এবং যুগোপযোগী করা, বিদ্যমান বহুস্তরভিত্তিক ad valorem পদ্ধতির পরিবর্তে সিগারেটের ক্ষেত্রে দুইটি মূল্যস্তর প্রচলন এবং ad valorem পদ্ধতির পাশাপাশি সম্পূরক শুল্কের একটি অংশ সুনির্দিষ্ট কর (স্পেসিফিক ট্যাক্স) আকারে আরোপ করা। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে এর কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি (সারণি ১ দেখুন)। অর্থাৎ সিগারেটের কর-কাঠামোয় বিন্দুমাত্র সংস্কার প্রস্তাব করা হয়নি। আপনারা জানেন, বাংলাদেশের বিদ্যমান জটিল কর-কাঠামোয় কর আহরণের এই ad valorem পদ্ধতি অতিরিক্ত জটিলতা তৈরি করে এবং কর ফাঁকির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। সুনির্দিষ্ট কর শলাকার সংখ্যা (বিড়ি, সিগারেট) বা ওজনের (গুল, জর্দা) উপর আরোপ করা হয়। এই পদ্ধতিতে কর আহরণ এড ভ্যালোরেম (সম্পূরক) পদ্ধতির চেয়ে সহজ। দামের উঠানামার উপর নির্ভরশীল না হওয়ায় সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ ট্যাক্স তামাকপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য বৃদ্ধিতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সুতরাং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে অতীতের মতই এই জটিল কর কাঠামোর সুবিধা পাবে তামাক কোম্পানিগুলো, আর বঞ্চিত হবে সরকার। একইসাথে ভোক্তাদেরও স্তর পরিবর্তনের সুযোগ অব্যাহত থাকবে। ফলে তামাকপণ্যের ব্যবহার কমবেনা।

সারণি ১: সিগারেটের মূল্যস্তর ও করভার

অর্থবছর ২০১৭ – ১৮		অর্থবছর ২০১৮ – ১৯ (প্রস্তাবিত বাজেট)	
মূল্যস্তর (টাকায়; প্রতি ১০ শলাকার জন্য)	করভার* (%)	মূল্যস্তর (টাকায়; প্রতি ১০ শলাকার জন্য)	করভার* (%)
ক) ২৭ টাকা (দেশীয় ব্রান্ড)	৬৮ (৫২+১৫+১)	৩২ টাকা তদূর্ধ্ব	৭১ (৫৫+১৫+১)
খ) ৩৫ টাকা (আন্তর্জাতিক ব্রান্ড)	৭১ (৫৫+১৫+১)		
৪৫ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৭৯ (৬৩+১৫+১)	৪৮ টাকা তদূর্ধ্ব	৮১ (৬৫+১৫+১)
৭০ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৮১ (৬৫+১৫+১)	৭৫ টাকা তদূর্ধ্ব	৮১ (৬৫+১৫+১)
		১০১ টাকা	

* করভার = সম্পূরক কর + মূল্য সংযোজন কর (মূসক) + সারচার্জ।

প্রস্তাবিত বাজেটে অতি উচ্চস্তরের সিগারেটের মূল্য ও করহার (দশ শলাকা ১০১ টাকা) তৃতীয় অর্থবছরের মতো অপরিবর্তিত রাখার মাধ্যমে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলোর মৃত্যুবিপণন ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। গত তিন বছরে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি বিবেচনায় নিলে এই প্রস্তাব চরম জনস্বাস্থ্যবিরোধী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ২০১৭-১৮ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় (নমিন্যাল) বেড়েছে ২৪.৬৪ শতাংশ। অথচ একই সময়ে দাম না বাড়ায় এই এই স্তরের সিগারেটের প্রকৃত মূল্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে পাশাপাশি সরকারও বাড়তি রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, সরকারের সিগারেট রাজস্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ আসে এই স্তর থেকে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী উচ্চস্তরে দশ শলাকা সিগারেটের দাম মাত্র ৫ টাকা বাড়িয়ে ৭৫ টাকা নির্ধারণ এবং সম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাংশ অপরিবর্তিত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন। এরফলে উচ্চস্তরের সিগারেটের দাম মাত্র ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও মধ্যমস্তরে দশ শলাকা সিগারেটের দাম মাত্র ৩ টাকা বৃদ্ধি করে ৪৮ টাকা নির্ধারণ এবং সম্পূরক শুল্ক ৬৩ শতাংশের স্থলে ৬৫ শতাংশ আরোপ করা হয়েছে। এরফলে এই স্তরে সিগারেটের দাম বৃদ্ধি পাবে মাত্র ৬.৫ শতাংশ। মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় আনলে এই এই স্তরের সিগারেটের প্রকৃত মূল্য হ্রাস পাবে, যা অকার্যকর করনীতিরই ফল।

প্রস্তাবিত বাজেটে নিম্নস্তরের সিগারেটে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্রান্ড বিভাজন তুলে দিয়ে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের সর্বনিম্ন মূল্য ৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সম্পূরক শুল্ক মাত্র ৩ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৫৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে এই স্তরের সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি পাবে মাত্র ১৮.৫২ শতাংশ। আন্তজাতিক অর্থ তহবিল আইএমএফ- এর পূর্বানুমান অনুযায়ী চলতি (২০১৭-১৮) ও আগামী অর্থবছর (২০১৮-১৯) মিলিয়ে মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধি পাবে ২৬%, যা নিম্নস্তরের সিগারেটের মুল্যবৃদ্ধির (১৮.৫২%) তুলনায় অনেক বেশি। সিগারেটের ব্যবহার নিরৎসাহিত করতে এই স্তরের সিগারেটের মূল্য ও করহার কার্যকরভাবে বাড়ানো জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধি উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বর্তমানে সিগারেট ধূমপায়ীর প্রায় ৭২ শতাংশই এই নিম্নস্তরের সিগারেটের ভোক্তা। সুতরাং নিম্নস্তরের সিগারেটের এই অতি সামান্য মুল্য বৃদ্ধিতে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা খুব একটা পরিবর্তন হবেনা এবং একই সাথে ধূমপান শুরু করতে পারে এমন তরুণ প্রজন্ম ধূমপানে খুব সামান্যই নিরুৎসাহিত হবে। এছাড়াও এডভ্যালোরেম পদ্ধতি বহাল থাকায় মূল্যবৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য অংশ যাবে তামাক কোম্পানিগুলোর পকেটে। বিগত অর্থবছরে (২০১৭-১৮) বহুজাতিক তামাক কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত আন্তর্জাতিক ব্রান্ডের প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের সর্বনিম্ন মূল্য ৩৫ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ঘোষণায় বলেছিলেন বহুজাতিক তামাক কোম্পানি কর্তৃক নিম্ন মূল্যস্তরে বাজারজাতকৃত সিগারেট ব্রান্ড আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত বিধায় এ ধরনের অসম প্রতিযোগিতা বিবেচনায় নিয়ে দেশীয় শিল্প সুরক্ষার নামে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাজেট ঘোষণা হওয়ার পরের দিনই বাংলাদেশের একমাত্র বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি (বিএটিবি) তাদের উৎপাদিত নিম্নস্তরের ১০ শলাকা সিগারেটের মূল্য ২৭ টাকা উল্লেখ করে গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর প্রজ্ঞাপন উপেক্ষা করে বছর জুড়ে ২৭ টাকা দামে সিগারেট বিক্রয় করেছে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, তামাক কোম্পানির ক্ষমতা কি রাষ্ট্রযন্ত্রের চেয়েও বেশি? আরও উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআর নিজস্ব ক্ষমতাবলে এবারের প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষণার দিন অর্থাৎ ০৭ জুন ২০১৮ তারিখে জারিকৃত এক বিশেষ আদেশ (নং-০৬/মূসক/২০১৮) দ্বারা বিগত অর্থবছরে বিএটিবি'র নিম্নস্তরের সিগারেটের মূল্য ৩৫ টাকার পরিবর্তে ২৭ টাকাতেই ধার্য করেছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এই এক সিদ্ধান্তের কারণেই বিএটিবি ২ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব মওকুফ পেয়েছে (দি নিউ এইজ, ১০ জুন ২০১৮)। এ সবকিছুই বহুজাতিক তামাক কোম্পানির প্রত্যক্ষ যোগসাজশে একটি পরিকল্পিত ঘটনার ইঙ্গিত প্রদান করে। বাজেট ঘোষণায় এই ধরনের কারসাজি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর তামাক কোম্পানিকে এভাবে লাভবান করে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়েও এখন তামাক বিরোধী আন্দোলনকারীরা সন্দিহান।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

তামাকবিরোধীদের দীর্ঘদিনের দাবি উপেক্ষা করে একক স্তরভিত্তিক কর কাঠামো প্রতিষ্ঠার কোনো নির্দেশনা এবারের বাজেট ঘোষণায় প্রতিফলিত হয়নি। বরং স্তরের সংখ্যা ও নামকরণে পরিবর্তন ঘটিয়ে করকাঠামোয় বাড়তি জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রায় প্রতিবছরই

তামাক কোম্পানির প্ররোচণায় সরকার এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে । যেমন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সিগারেটের মধ্যমস্তর বিলুপ্ত করে নিম্ন, উচ্চ এবং প্রিমিয়াম স্তর বহাল রাখা হয় এবং ১০১ টাকা (দশ শলাকা) মূল্যমানের সিগারেট মূল্যস্তরের বাইরে রাখা হয় এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিম্নস্তর ভেঙ্গে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। ২০১৮-১৯ প্রস্তাবিত বাজেটে সিগারেটের মূল্যস্তরকে নিম্ন, মধ্যম, উচ্চ ও অতি উচ্চস্তর হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সিগারেটের মূল্যস্তরের সংখ্যা না কমিয়ে কেবল স্তর কারসাজির মাধ্যমে একক মূল্যস্তর পদ্ধতি আনয়ন সম্ভব হবে না। ফলে করফাঁকি ও ভোক্তার স্তর পরিবর্তনের সুযোগ অব্যাহত থাকবে।

বিড়ির স্বাস্থ্যক্ষতির ভয়াবহতা এবং এই খাতে নিয়েজিত শ্রমিকের সংখ্যা অতি নগণ্য এই বাস্তবতা মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় স্বীকার করেছেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ইতিপূর্বে জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বিড়ির ব্যবহার বন্ধে একাধিকবার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা দিলেও প্রস্তাবিত বাজেটে তা প্রহসন হিসেবেই দেখা দিয়েছে। বিড়ি কারখানার মালিকদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে প্রস্তাবিত বাজেটে বহুল প্রচলিত ফিল্টারবিহীন বিড়ির ২৫ শলাকার মূল্য ১২.৫ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। দেশীয় শিল্পের শ্রমিক স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে বিড়ি শিল্প বরাবরই সুবিধা পেয়েছে, যা প্রস্তাবিত বাজেটেও অব্যাহত থাকলো। এরফলে বিড়ির প্রধান ভোক্তা নিম্ন আয়ের দরিদ্র মানুষের মধ্যে এর ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পাবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বিড়ির উৎপাদন বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন, যদিও এই ঘোষণা বাস্তবায়নের কোনো দিকনির্দেশনা তিনি প্রদান করেননি। পূর্বেও তিনি একাধিকবার এধরনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলেন। সুতরাং বিড়ি বন্ধ করে দেওয়ার যে ঘোষণা অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন তার কার্যকারিতা নিয়ে ব্যাপক সংশয় থেকে যাচ্ছে।

ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যে করারোপের ক্ষেত্রে প্রচলিত এক্স-ফ্যাক্টরি প্রাইস প্রথা বাতিলের জন্য তামাকবিরোধী আন্দোলনকারীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে প্রস্তাবিত বাজেটে প্রতি ১০ গ্রাম জর্দা এবং গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৬৫% নির্ধারণ করা হয়েছে। বিড়ি-সিগারেটের ন্যায় খুচরা মূল্যের উপর করারোপ প্রথা চালু করায় জর্দা ও গুল থেকে কর আদায়ের জটিলতা কমবে। বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ নারীদের মাঝে এই পণ্য ব্যবহারের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে জর্দা-গুল ব্যবহারের স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এই প্রয়াস নি:সন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এসব পণ্যের ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। দেশে এখনো অসংখ্য রেজিস্ট্রেশনবিহীন জর্দা ও গুল কারখানা থাকায় ঐসব কারখানা থেকে কর সংগ্রহ করা কঠিন হচ্ছে। সুতরাং জর্দা ও গুলের উপর প্রযোজ্য কর আহরণের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তথা সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি। যথাযথভাবে করারোপ ও কর আহোরণ করা সম্ভব হলে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের ব্যবহার হ্রাস পাবে এবং একইসাথে সরকারের রাজস্ব আয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে।

প্রস্তাবিত বাজেটে তামাকপণ্যের রপ্তানি উৎসাহিত করার অজুহাতে প্রক্রিয়াজাত তামাকপণ্যের উপর আরোপিত ২৫% রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং চরম জনস্বাস্থ্যবিরোধী পদক্ষেপ। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, "তামাক একটি কৃষিপণ্য হলেও জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিধায় তামাকের উৎপাদনকে সরকার সবসময় নিরুৎসাহিত করে আসছে। তাই তামাক জাতীয় সকল পণ্যের আমদানি, উৎপাদন ও বিক্রয়ে উচ্চহারে শুল্ক- কর আরোপিত আছে। তবে তামাক প্রক্রিয়াজাতপূর্বক রপ্তানি উৎসাহিত করতে তামাকজাত পণ্যের উপর আরোপিত ২৫ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।" আমাদের প্রশ্ন হলো, তামাক পণ্য রপ্তানি উৎসাহিত করে, তামাকের উৎপাদন নিরুৎসাহিত করা কি আদৌ সম্ভব? একদিকে, সরকার তামাকচাষ কমিয়ে আনতে তামাকচাষ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা করছে, অন্যদিকে, রপ্তানি শুল্ক উঠিয়ে দিয়ে তামাক উৎপাদনকে উৎসাহিত করছে। তামাকের আর্থ-সামাজিক ক্ষতি স্বীকার করেও এধরনের দ্বৈতনীতি গ্রহণ শুধুমাত্র তামাক কোম্পানির প্ররোচণাতেই সম্ভব হয়েছে। এফসিটিসি'র প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে বহুলভাবে সমাদৃত। এমতাবস্থায়, তামাকের মত ক্ষতিকর পণ্য রপ্তানি উৎসাহিত করার অর্থ হচ্ছে বিশ্বকে নেতিবাচক বার্তা প্রদান করা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যে তামাক ও তামাকজাত পণ্য উৎপাদন নিরুৎসাহিত করতে নানা কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। একারণে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশকে তামাক উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। ফলে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে তামাক চাষ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান তামাকচাষের কারণে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি ক্রমশ হুমকির মুখে পড়ছে। অন্যদিকে, তামাকচুল্লিতে ধ্বংস হচ্ছে বন, বাড়ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি। সুতরাং এই পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের উৎপাদনকেই মূলত উৎসাহিত করা হবে এবং ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে বড় বাধা হিসেবে কাজ করবে।

অন্যান্য কর প্রস্তাবগুলোর মধ্যে, সিগারেট-বিড়ি তৈরির পেপারের উপর নির্ধারিত আমদানি শুল্ক ২০% থেকে বৃদ্ধি করে ২৫% নির্ধারণ এবং সিগারেট, বিড়ি, জর্দা,গুলসহ সকল তামাক কোম্পানির বিদ্যমান ৪৫ শতাংশ করপোরেট কর বহাল রাখা হয়েছে। এছাড়াও সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী করদাতার ব্যবসায় থেকে অর্জিত আয়ের উপর বিদ্যমান ২.৫% সারচার্জ বহাল রাখা হয়েছে। এ ধরনের প্রস্তাব তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে তেমন ভূমিকা রাখবেনা, তবুও এই উদ্যোগগুলো মন্দের ভালো। তবে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে দেশীয় উচ্চমানসম্পন্ন সিগারেট ব্রান্ড প্রতিষ্ঠার যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, তা জনস্বাস্থ্য এবং আইনগত উভয় দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য নয়। তামাক জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হানিকর একটি পণ্য। প্রতিবছর লক্ষাধিক মানুষের অকাল মৃত্যুসহ ব্যাপক আর্থ-সামাজিক ক্ষতির জন্য দায়ি এই তামাক। বাংলাদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক চুক্তি WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) এর প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন। একইসাথে বাংলাদেশ সরকার ২০৩০

সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা SDG অর্জনে বদ্ধপরিকর, যেখানে FCTC বাস্তবায়নকে একটি কৌশল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও FCTC বাস্তবায়নের তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, দেশীয় ব্রান্ড প্রতিষ্ঠার নামে আরও বিশ বছর এই মৃত্যুবিপণন কার্যক্রমকে সুরক্ষা প্রদানের অঙ্গীকারের পাশাপাশি তামাকপণ্য রপ্তানি উৎসাহিত করা জনস্বাস্থ্য, বিদ্যমান আইন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সাথে সাংঘর্ষিক। এবং এর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর বৃদ্ধির ভূমিকা এবং তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন বিষয়ে সরকারের এক বিশেষ মহলের নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে। সর্বোপরি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে নানা ভবিষ্যত পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বললেও বাজেট প্রস্তাবনায় তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন নেই। সিগারেটের মূল্যস্তর কমানোর কথা তিনি বলেছেন, অথচ উচ্চস্তরে দুইটি বিভাজনসহ সিগারেটে মোট চারটি স্তর বহাল রয়েছে। বিড়ির ব্যবহার হ্রাসেও কোনো পদক্ষেপ প্রস্তাবিত বাজেটে গ্রহণ করা হয়নি। তামাককর কাঠামো আধুনিকায়নেও নেই কোনো পদক্ষেপ। সার্বিকভাবেই তামাককর সংক্রান্ত এবারের প্রস্তাবিত বাজেট তামাকবিরোধীদের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা- ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ এর সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিহীন।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

পৃথিবীর যেসমস্ত দেশে তামাকজাত পণ্যের দাম অত্যন্ত সস্তা বাংলাদেশ তারমধ্যে অন্যতম। বিড়ির দাম এখানে আরও কম। গত কয়েক বছর ধরে অন্যান্য পণ্যের তুলনায় সিগারেটের 'প্রকৃত মূল্য' ক্রমাগত কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে মানুষের প্রকৃত মাথাপিছু আয়, ফলে তামাকজাত পণ্য বেশি বেশি পরিমাণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে চলে আসছে। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স (সিটিএফকে) এর ২০১৭ সালে প্রকাশিত এক তথ্যচিত্রে দেখা গেছে, ২০০৮-০৯ সালে ৫০০০ শলাকা বিড়ি কিনতে যেখানে মাথাপিছু জিডিপি'র ১.৮০ শতাংশ ব্যয় হতো সেখানে ২০১৫-১৬ সালে একই পরিমাণ বিড়ি কিনতে ব্যয় হয়েছে ১.৩ শতাংশ অর্থাৎ বিড়ির প্রকৃত মূল্য কমে গেছে। দ্বিতীয়তঃ তামাক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তুলনায় সস্তা হয়ে পড়ছে। দুধ, ডিম, চাল ও সিগারেটের ভোক্তা মূল্যসূচক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ২০০১-০২ সাল থেকে ২০১২-১৩ সাল সময়ে দুধ, ডিম ও চালের তুলনায় সিগারেট ক্রমশঃ সস্তা হয়ে পড়েছে। তৃতীয়তঃ বর্ধিত তামাককর অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জনের একটি অন্যতম প্রধান উৎস। এই অতিরিক্ত অর্থ স্বাস্থ্য খাতসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় করা যেতে পারে। ফিলিপাইন, তুরস্ক, মেক্সিকো ও সাউথ আফ্রিকা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাউথ আফ্রিকায় ১৯৯৩ থেকে ২০০৯ সময়কালে সিগারেটের প্রকৃতমূল্য ৩২ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে সেখানে একদিকে প্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠির মাঝে মাথাপিছু দিনপ্রতি সিগারেট সেবনের পরিমাণ ৪টি থেকে কমে ২টিতে নেমে এসেছে অন্যদিকে এসময়ে সরকারের রাজস্ব আয় ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুপ্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

আমরা দীর্ঘদিন যাবত সরকারের কাছে তামাক কর কাঠামোয় সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলাম। আমাদের দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে একটি সহজ তামাক কর কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাকজাত পণ্যের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস ও তামাক রাজস্ব বৃদ্ধির কথা বলেছেন। তবে অজ্ঞাত কারণে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং এনবিআর এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে তামাকের ভয়াবহতা মোকাবেলা ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও সুপারিশসমূহ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আপনাদের মাধ্যমে তুলে ধরছি—

বাজেট প্রস্তাব

১. **সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা দুইটিতে (নিম্ন এবং উচ্চ) নামিয়ে আনা:**

সিগারেটের প্রস্তাবিত চারটি মূল্যস্তরকে দুইটিতে নিয়ে আসা (নিম্ন ও মধ্যমস্তরকে একত্রিত করে **নিম্নস্তর** এবং উচ্চ ও অতি উচ্চস্তরকে একত্রিত করে **উচ্চস্তর**); নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের **সর্বনিম্ন মূল্য ৫০ টাকা** নির্ধারণ করে ৬০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা এবং উচ্চস্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের **সর্বনিম্ন মূল্য ১০০ টাকা** নির্ধারণ করে ৬৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং সকল ক্ষেত্রে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটে **৫ টাকা** সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা।

২. **ফিল্টার এবং নন-ফিল্টার বিভাজন বাতিল করে প্রতি ২৫ শলাকা বিড়ির সর্বনিম্ন মূল্য ৩০ টাকা নির্ধারণ:**

বিড়ির ক্ষেত্রে ফিল্টার এবং নন-ফিল্টার বিভাজন বিলুপ্ত করা; প্রতি ২৫ শলাকা বিড়ির সর্বনিম্ন মূল্য ৩০ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক এবং **৬ টাকা** সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা। বর্তমান সরকারের গৃহীত নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সহজলভ্যতার কারণে এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোক্তা এর ব্যবহারের সুযোগ নেয় এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

৩. **ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের (জর্দা ও গুল) উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা:**

প্রতি ১০ গ্রাম ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের উপর প্রস্তাবিত ৬৫% সম্পূরক শুল্কের পরিবর্তে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক এবং **১০ টাকা** সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা।

৪. **তামাকচাষ এবং তামাকজাত পণ্য রপ্তানি নিরুৎসাহিত করতে রপ্তানি শুল্ক পুনর্বহাল করা:**

সকল প্রক্রিয়াজাত এবং অপ্রক্রিয়াজাত তামাক ও তামাকজাত পণ্য রপ্তানির উপর পুনরায় ২৫% শুল্ক আরোপ করা এবং তামাকচাষ নিরুৎসাহিত করতে স্থানীয় পর্যায়ে ১০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

সুপারিশমালা

১. দীর্ঘমেয়াদে তামাকপণ্যের উপর করারোপে এড ভ্যালোরেম প্রথার পরিবর্তে কেবল সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ ট্যাক্স পদ্ধতির প্রচলন করতে হবে;
২. তামাককর ব্যবস্থা সহজ করতে:
   - পর্যায়ক্রমে সকল তামাকপণ্য অভিন্ন পরিমাণে (শলাকা সংখ্যা এবং ওজন) প্যাকেট/কৌটায় বাজারজাত করতে হবে;
   - একক মূল্যস্তর প্রথা প্রচলনের জন্য সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা কমিয়ে আনা;
   - তামাকপণ্যের মধ্যে কর এবং মূল্য পার্থক্য কমিয়ে আনা;
   - এড ভ্যালোরেম পদ্ধতি তুলে না দেওয়া পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ ট্যাক্সের অংশ ক্রমশ বৃদ্ধি করা;
৩. আয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির সাথে সঙ্গতি রেখে সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ ট্যাক্স নিয়মিত বৃদ্ধি করা;
   - একটি সহজ এবং কার্যকরী তামাককর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (৫ বছর মেয়াদি) করতে হবে, যা তামাকের ব্যবহার হ্রাস এবং রাজস্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে;
৪. সকল প্রকার ই-সিগারেট এবং হিট-নট-বার্ন (আইকিউওএস) তামাকপণ্যের উৎপাদন, আমদানি এবং বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা।;
৫. কঠোর লাইসেন্সিং এবং ট্রেসিং ব্যবস্থাসহ তামাক কর প্রশাসন শক্তিশালী করা, কর ফাঁকির জন্য শাস্তিমূলক জরিমানার ব্যবস্থা করা;
৬. তামাকের চুল্লি প্রতি বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা লাইসেন্সিং ফি আরোপ করা;
৭. আদায়কৃত অতিরিক্ত রাজস্ব থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণসহ অসংক্রামক রোগ মোকাবেলায় অর্থায়ন করা। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বৃদ্ধি (২%) একটি অন্যতম কার্যকর উদ্যোগ হতে পারে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

তামাকের ব্যবহার কমানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্য বাড়ানো। কার্যকরভাবে কর বাড়ালে তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পায় এবং সহজলভ্যতা হ্রাস পায়। উচ্চ মূল্য তরুণদের তামাক ব্যবহার শুরু নিরুৎসাহিত করে এবং বর্তমান ব্যবহারকারীদেরকে তামাক ছাড়তে উৎসাহিত করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তামাক-কর প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা হলে:

- প্রায় ৬.৪২ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী (৩.০৭ মিলিয়ন সিগারেট ধূমপায়ী এবং ৩.৩৫ মিলিয়ন বিড়ি ধূমপায়ী) ধূমপান ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হবে;
- সিগারেটের ব্যবহার ২.৭ শতাংশ এবং বিড়ির ব্যবহার ২.৯ শতাংশ হ্রাস পাবে;
- দীর্ঘমেয়াদে ২.০১ মিলিয়ন বর্তমান ধূমপায়ীর অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে (১.০৮ মিলিয়ন সিগারেট ধূমপায়ী এবং ০.৯৪ মিলিয়ন বিড়ি ধূমপায়ী); এবং
- ৭৫ থেকে ১০০ বিলিয়ন টাকা (অথবা জিডিপি'র ০.৪ শতাংশ) অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে। এই অতিরিক্ত রাজস্ব তামাক ব্যবহারের ক্ষতি হ্রাস এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে ব্যয় করা যেতে পারে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা ধরে রাখতে মানবসম্পদসূচক তথা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের চলমান অর্জন বজায় রাখার বিকল্প নেই। তবে তামাক ব্যবহারজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যুহার এবং বিড়ি কারখানাগুলোতে শিশুশ্রমের ব্যবহার অব্যাহত থাকলে মানবসম্পদসূচকের বিদ্যমান অর্জন ধরে রাখা সম্ভব হবেনা। এছাড়াও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগজনিত মৃত্যু এক-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি ২০৪০ সাল নাগাদ তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায় তামাকপণ্যে কর বৃদ্ধি।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেটে তামাকজাত পণ্যের উপর কার্যকর ও বর্ধিত হারে কর আরোপের দাবিতে আমাদের প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও জনগণের জীবন-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনাদের গণমাধ্যমে সরকারের বিবেচনার জন্য ও জনগণের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরবেন, এই আমাদের প্রত্যাশা।

বন্ধুগণ

প্রজ্ঞা ও এন্টি টোব্যাকো মিডিয়া এ্যলায়েন্স (আত্মা'র) উদ্যোগে তামাকবিরোধী সংগঠন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি), ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল একশন (ইপসা) এবং তামাকবিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ) আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

পরিবার-পরিজন-নিকটজনসহ আপনারা সবাই দীর্ঘায়ু হোন, ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।

সহযোগিতা: Bloomberg Philanthropies | Campaign for Tobacco-Free Kids